

## প্রশ্ন

ইসলামে উবুদয়্যাত তথা আল্লাহর দাসত্ব ও মানুষের দাসত্বের স্বরূপ বসিতারতিভাবে তুলে ধরবেন আশা করছি।

## প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মুসলমান একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁরই দাসত্ব করবে। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর কতিবাস্পষ্ট নরিদশে দয়িচ্ছেন এবং তাঁর দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তিনি রাসূলদেরকে প্রেরণ করছেন। তিনি বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

“অবশ্যই আমি প্রতিযুগে জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি এ নরিদশে দয়ি য়ে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা (দাসত্ব) কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।” [সূরা নাহল, ১৬:৩৬] عُبُودِيَّةٌ (উবুদয়্যাহ) শব্দটি تَعْبُدُ (তা'বীদ) শব্দ হতে উদ্ভূত। কোন একটি অমসৃণ রাস্তাকে পদদলতি করে চলার উপযুক্ত করা হলে তখন বলা হয়: عَبَّدْتُ الطَّرِيقَ। আল্লাহর জন্য বান্দার দাসত্বের দুটি অর্থ রয়েছে। একটি 'আম' তথা সাধারণ। অপরটি 'খাস' তথা বিশেষ।

যদি عُبُودِيَّةٌ দ্বারা مُعَبَّدٌ তথা করায়ত্ব-অধীন-বশীভূত এ অর্থ উদ্দেশ্য নয়ো হয়, তখন এ দাসত্বের পরিধি অতি ব্যাপক। মহাবিশ্বে আল্লাহর যত সৃষ্টি রয়েছে সকল সৃষ্টি এ দাসত্বের আওতায় এসে যায়। চলন্ত-স্থির, শুষ্ক-ভজা, বুদ্ধমিন-নরিবোধ, মুমনি-কাফরি, সৎকর্মশীল-পাপী... সকলই আল্লাহর সৃষ্টি, তাঁর বশীভূত এবং তাঁর পরিচালনাধীন। একটা নরিধারতি সীমানায় এসে সকলকে থমে যতে হয়।

আর যদি عِبْدٌ (আবদ) দ্বারা আল্লাহর আদশে-নরিধে আজ্ঞাবহ, তাঁর দাসত্বস্বীকারকারী কাউকে উদ্দেশ্য করা হয় তবে এ দাসত্বের আওতায় শুধু মুমনিগণ পড়ে, কাফরেরো নয়। কেননা মুমনিরাই হলো আল্লাহর প্রকৃত দাস। যারা একমাত্র তাঁকে তাদের প্রতিপালক হিসেবে মানে এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত (দাসত্ব) করে। তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করে না। যমেনটা আল্লাহ তায়ালা ইবলসিরে ঘটনা বর্ণনা করতে গয়ি বলেছেন:

قَالَ رَبِّ بِمَا أُغْوَيْتَنِي لِأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوَيْتَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (40) قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (41) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (42)

## سورة الحجر

“সে (ইবলসি) বললো, হে আমার প্রতাপালক! আপনি যবে আমাকে বিপথগামী করলেন, তার জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্মকে অবশ্যই শোভনীয় করে তুলব এবং তাদের সকলকেই আমি বিপথগামী করে ছাড়ব। তবে তাদের মধ্যে আপনার একনষ্টি দাসগণ (বান্দাগণ) ছাড়া। তিনি (আল্লাহ) বললেন: এটাই আমার নিকট পট্টহার সরল পথ। বিভিন্নতদের মধ্যে হতে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার (একনষ্টি) দাসদের উপর তোমার কোন আধিপত্য থাকবে না।” [সূরা হজির ৩৯-৪২]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যবে প্রকার দাসত্ব তথা ইবাদতের আদর্শে নাযলি করছেন সটো হলো- “এমন একটা বিষয় যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পছন্দনীয় সকল প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কথা ও কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং তার অপছন্দনীয় সবকছুকে বের করে দেয়। ইবাদতের এ পরিচয়ের আওতায় শাহাদাতাইন (কালমি ও রসিলাতের দুইটি সাক্ষ্যবাণী), সালাত, হজ্ব, সিয়াম, জহাদ, সৎকাজের আদর্শে, অসৎকাজের নষিধে, আল্লাহর প্রতি ঈমান, ফরেশেতা-রাসূল-শযে বচিরের দিনের প্রতি ঈমান... ইত্যাদি সবকছু অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এ ইবাদতের মূল ভিত্তি হলো ‘ইখলাস’। অর্থাৎ বান্দাহ সকল কাজের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তিকামনা করবে। ইরশাদ হচ্ছে- “আর সে আগুন থেকে রক্ষা পাবে; যবে পরম মুত্তাকী। যবে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে। তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতদিন হিসেবে নয়। বরং তার মহান প্রতাপালকের সন্তোষ লাভের প্রত্যাশায় এবং সতবে অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে।” [সূরা লাইল, ৯২:১৭-২১]

সুতরাং একনষ্টিতা (ইখলাস) এবং বিশ্বস্ততা থাকতে হবে। এ গুণদুটি প্রকাশ পাবে একজন মুমনিরে আল্লাহর আদর্শে পালন, তাঁর নষিধে থেকে বরিত থাকা, তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা, অক্ষমতা ও অলসতা ত্যাগ করা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে সংযম অবলম্বন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। আল্লাহ বললেন- “হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং যারা সত্যবাদী (কথা ও কাজে) তাদের সঙ্গে থাকো।” [সূরা তাওবাহ, ৯:১১৯]

এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ইত্তবো (অনুসরণ) করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত বধিান (শরয়িত) অনুযায়ী ইবাদত পালন করবে। মাখলুকরে মনমত অথবা নতুন কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে আল্লাহর ইবাদত করবে না। এটাই হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ইত্তবো বা অনুসরণের মর্মার্থ। সুতরাং একনষ্টিতা, বিশ্বস্ততা বা অকপটতা এবং ইত্তবোয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ তিনটি উবুদয়্যাহ বা আল্লাহর দাসত্বের অনবির্ষ উপসর্গ। এ তিনটির সাথে যা কিছু সাংঘর্ষকি সগুলো ‘মানুষের দাসত্ব’। রয়্যা বা লটেককিতা ‘মানুষের দাসত্ব’। শরিক ‘মানুষের দাসত্ব’। আল্লাহর নরিদশে ত্যাগ করে, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করা ‘মানুষের দাসত্ব’। এভাবে যবে ব্যক্তি তার খয়োলখুশকি আল্লাহর আনুগত্যের উপরে প্রাধান্য দবে সে আল্লাহর দাসত্বের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে এবং সরল পথ (সরিতুল মুস্তাকীম) থেকে ছটিকে পড়বে। তাইতো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলছেন, “দিনার ও দরিহামের পূজারি ধবংস হোক। ধবংস হোক কারুকাজের পোশাক ও মখমলেরে বলিসী। যদি



তাকে কিছু দেওয়া হয় সে সন্তুষ্ট থাকে; আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। সে মুখ খুবড়়ে পড়ুক অথবা মাথা খুবড়়ে পড়ুক।  
সে কাটা বর্দি হলে কটে তা তুলতে না পারুক।”

“আল্লাহর দাসত্ব” ভালোবাসা, ভয়, আশা ইত্যাদিকে শামলি করে। সুতরাং বান্দা তার রবকে ভালোবাসবে, তাঁর শাস্তিকে ভয়  
করবে, তাঁর সওয়াব ও করুণার প্রত্যাশায় থাকবে। এই তিনটি আল্লাহর দাসত্বের মৌলিক উপাদান।

আল্লাহর দাস হওয়া বান্দার জন্য সম্মানজনক; অপমানকর নয়। কবি বলছেন,

আপনার সম্বোধন ‘হে আমার বান্দারা’ এর অন্তর্ভুক্ত হতে পরে এবং আহমাদকে আমার নবী মনোনীত করাতো আমার  
মর্যাদা আরো বড়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন আমি আকাশে নক্ষত্রকে পায়ের নীচে মাড়িয়ে চলছি।

মহান আল্লাহ আমাদেকে তার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে ননি। আমাদে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়াসাল্লাম)